বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

২০১৯

স্বদেশ

সাতক্ষীরা

আমতলা মোড়, কাটিয়া, সাতক্ষীরা। ফোনঃ ০৪৭১ ৬৩৫৪০, মোবাইল : ০১৭১১ ৬৬৩৮০১
Email :sodeshsatkhira@gmail.com
Web : www.sodeshst.blogspot.com

mfvcwZi K_v

প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র্যে ঘেরা সুন্দরবন সংলগ্ন সীমান্তবর্তী জেলা সাতক্ষীরা। এজেলার বহু গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রক্লিষ্ট। শিক্ষা, দারিদ্র, অপুষ্টি, অপরিচ্ছন্নতা পরিবেশ এদের নিত্যসঙ্গী। উন্নয়ন থাক দুরের কথা, ব্যক্তি উন্নতি বা পারিবারিক উন্নতি এরা ভাবতে পারে না। এমন একটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে 'স্বদেশ' ১৯৯৫ সাল থেকে সাতক্ষীরার সদর থানার কয়েকটি গ্রামের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ শুরু করে। দেখতে দেখতে ২০ বছর কেটে গেল। এরই মধ্যে স্বদেশের কার্যক্রমের অনেক ব্যপ্তি ঘটেছে, বেড়েছে নানমুখি কর্মসূচি। এ সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সাতক্ষীরা'র মানুষকে আত্মনির্ভরশীলতা, মর্যাদাবান এবং একটি স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে স্বদেশ'র এই উদ্যোগ মানুষের কাছে অনেক প্রশংসিত হয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে স্বদেশ'র শুভাকাঙ্খী, শুভানুধ্যায়ী এবং স্বদেশে'র একদল সুশৃঙ্খল ও দক্ষ কর্মীদের দ্বারা। আমি স্বদেশ সংস্থার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

মোঃ আমিনুর রসুল
সভাপতি
স্বদেশ

wbe©vnx cwiPvj‡Ki K v

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী জেলা সাতক্ষীরা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই জেলার অবকাঠামোর দিক থেকে কিছুটা উন্নতি হলেও এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের হয়নি কোন পরিবর্তন। এই জেলায় ব্যাপক চিংড়ি চাষ হলেও এ থেকে লাভবান হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু লোক। মানুষের আগের মত এখন আর ধানে গোলা ভরে না। দেখা দেয় প্রাকৃতিক মাছের অভাব, নেই গোয়ালে গরু। হারিয়ে গেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা। জমি উর্বরা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে,পরিণত হয়েছে লবণাক্ততায়। মানুষের বৈধ আয়ের পথ কমে আসছে। বিপদগামী হয়ে পড়ছে যুবসমাজ। এমন একটি পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের লক্ষে **'স্বদেশ'** এর জন্ম হয়। ১৯৯৫ সালে সাতক্ষীরা সদর এলাকার কয়েকটি গ্রামে সমাজ সচেতনতামূলক কাজ দিয়ে শুরু হয় **স্বদেশ**'র প্রথম অগ্রযাত্রা। এরপর ১৯৯৮ সালে সমাজসেবা সাতক্ষীরার বৈধতা নিয়ে সাধারণ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গ্রুপ গঠন এবং উদ্যক্তা উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এমনিভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বদেশ'র ব্যপ্তিও বেড়েছে, বৃদ্ধি হয়েছে নতুন কর্মএলাকা কলারোয়া এবং আশাশুনি উপজেলা। বেড়েছে আরো নতুন নতুন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম। স্বদেশ বর্তমানে আরো যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা হলো নারী নেতৃত্বের বিকাশ কর্মসূচি, শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচি, জেলার মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন কর্মসূচি, মানবাধিকার সংরক্ষণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এছাড়াও দুস্থ, অসহায়, নির্যাতিত, ধর্ষিতা নারীদের ক্ষেত্রে আইন সহায়তা পাওয়ার জন্য নেওয়া হয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, পালন করা হয় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যেমন: বিশ্বায়ন ও অর্থনীতি, অত্যাবশ্যকীয় নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণে ক্যাম্পেইন, সুশাসনের জন্যে প্রচারাভিযান,জলবায়ু পরিবর্তন,জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সভা, সেমিনার, মানববন্ধন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ, অসহায় দরিদ্র মানুষের আইন সহায়তা, আমরাই পারি -চেঞ্জমেকার ক্যাম্পেইন, স্থানীয় ইস্যু ভিত্তিক কাম্পেইন ইত্যাদি।

এ সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে **স্বদেশ** আজ যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে এর পিছনে রয়েছে আমাদের কর্মীদের একাগ্রতা, অনেক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা, সরকারি পৃষ্টপোষকতা, বিভিন্ন নেটওয়ার্ক, উপকারভোগী এবং শুভাকাঙ্খী, শুভানুদ্ধায়ীদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। এ কারণে সবার কাছে আমাদের সংগঠন (স্বদেশ) কৃতজ্ঞ থাকবে এবং ভবিষ্যতে সবার এই সহযোগিতার মনোভাব অক্ষুন্ন থাকলে আমরা একটি গতিশীল, আত্মনির্ভর, মর্যাদাবান এবং স্থায়িত্বশীল সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারবো বলে আশা করি।

মাধব চন্দ্র দত্ত
নির্বাহী পরিচালক
স্বদেশ

স্বদেশ

সাতক্ষীরা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

সংস্থার নাম

'স্বদেশ' SoDESH
(সোসাইটি অফ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এডুকেশন ফর স্মল হাউজহোল্ডস)

প্রধান কার্যালয়

রাইচরণ রোড, (কাটিয়া আমতলামোড়) সাতক্ষীরা ৯৪০০
টেলিফোন: +৮৮০৪৭১-৬৩৫৪০, মোবাইল : +৮৮০১৭১১-৬৬৩৮০১
E-mail: sodeshsatkhria@gmail.com,
Web: www.sodeshst.blogspot.com.

প্রতিষ্ঠাকাল

১ নভেম্বর ১৯৯৫

রেজিষ্ট্রেশন

✓**সমাজ সেবা অধিদপ্তর:** নিবন্ধন নং- ২২৭/৯৮; তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮
✓**এনজিও বিষয়ক ব্যুরো:** নিবন্ধন নং- ২৬৪৫ ; তারিখ: ১৬ জুন ২০১১-২৬

লক্ষ্য

নারী-পরচষের সমতা ও সুশাসন ভিত্তিক দারিদ্রমুক্ত টেকসই গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষতধ: সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোর জেলার দরিদ্র ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

কৌশল

- জেন্ডার ও উন্নয়ন;
- পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন;
- নারী নেতৃত্বের বিকাশ;
- শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- সামাজিক বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টি;
- কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিস্তার।

নীতি

- কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- জেন্ডার সমতা উন্নয়ন কল্পে জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মসূচি প্রণয়ন।

মূল্যবোধ

- সকল কর্মসূচিতে নারীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান;
- জেন্ডার ভাবনাকে সামনে রেখে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা;
- সংগঠন পারচালনার ক্ষেত্রে বিশেষত: নারীর ইস্যুতে শুন্য সহানুভূতির আইন মেনে চলা;

- জেন্ডার ভাবনা তথা নারীর উন্নয়নের বিষয় অগ্রাধিকার দিয়ে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা;
- সমতা ও নায্যতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনে বিশেষত: দরিদ্র নারী তথা সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষা করা;

কর্মসূচি

- নারী নেতৃত্ব বিকাশ কার্যক্রম;
- শিশু অধিকার ও সুরক্ষা সচেতনতা কার্যক্রম;
- পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম;
- মানবাধিকার সংরক্ষণ কার্যক্রম;
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন;
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও জরুরি ত্রাণ বিতরণ;
- নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ;
- তামাক ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;
- জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম;
- সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম;
- সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান;
- এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ কার্যক্রম;
- নির্যাতিত অবহেলিত দরিদ্র মানুষের আইন সহায়তা দান;
- বিশ্বায়ন ও এর প্রভাব;
- এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ;
- যক্ষ্মা প্রতিরোধ।

দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচি

- নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ;
- শিশু অধিকার ও সুরক্ষা সচেতনতা;
- জেন্ডার ও উন্নয়ন;
- সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন;
- আইন সহায়তা দান;
- মানবাধিকার সংরক্ষণ;
- এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ;

কর্মসূচি গ্রহণের কৌশলগত দিক

- জাতীয় উন্নয়নকে মাথায় রেখে গ্রামীণ সমাজের মধ্যে কাজ করা এবং উন্নয়নমূলক কাজের ধারা অব্যাহত রাখা;
- তৃণমূল পর্যায়ে ভূমিহীন, দরিদ্র শ্রমজীবি গরিব মানুষের বিশেষ করে নারীদের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ করা;
- উন্নয়ন কাজে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- মানুষের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা, সেমিনারের ব্যবস্থা করা;
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়;
- শিক্ষা ও সচেতনতার উপর প্রাধান্য প্রদান এবং জনগণের সঠিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সঠিক কারণ নির্ধারণ এবং সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে লবি ও এ্যাডভোকেসী করা।

কর্মএলাকা

সাতক্ষীরা জেলার সব কয়টি উপজেলা ও ইউনিয়নে স্বদেশ বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	পৌরসভা
সাতক্ষীরা	৭টি	৭৮টি	২টি

২০১৯ সালে সম্পাদিত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমুহ

➢ নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ প্রকল্প

এই কার্যক্রমের আওতায় সাতক্ষীরা সদর ও কলারোয়া উপজেলার আগরদাঁড়ি, শিবপুর, বৈকারী, কুশখালি, কেরালকাতা, চন্দনপুর, সোনাবাড়িয়া, কেড়াগাছি ইউনিয়নে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে উদ্যোক্তা দল গঠন এবং তথ্য সেল গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি স্বদেশের উক্ত কর্ম এলাকায় জনসচেতনতামূলক কাজের জন্য পোস্টার, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করার কার্যক্রম চালু রয়েছে। মানব পাচার রোধে ইউনিয়ন কমিটিকে সক্রিয় করা, স্কুল ক্যাম্পেইন, উঠান বৈঠক, ভিকটিম উদ্ধার ও পুনর্বাসন, আইনি সহায়তার মাধ্যমে জনগনের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা জাগানো সম্ভব হয়েছে। এ কর্মসূচীতে স্বদেশের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচনা সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুশীল সমাজের সহযোগিতাও পরিলক্ষিত হয়েছে। নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক নানা কর্মসূচীতে তৃনমূল পর্যায়ের নারীদের অংশগ্রহন ছিল উল্লেখযোগ্য। ফলে এ কর্মসচি সমগ্র কর্মএলাকার নারী-শিশু পাচার রোধে সাধারণ জনমনে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে, তৃনমূল পর্যায়ের নারী ও শিশুদের পাচার সম্পর্কে জানাতে সক্ষম হয়েছে, তাদেরকে সচেতন করে তুলেছে এবং তাদের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

➢ শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কার্যক্রম

এই প্রকল্পের আওতায় স্বদেশ তার কর্মএলাকায় বিশেষ করে দরিদ্র শিশুদের শিশুশ্রম বন্ধ, বাল্যবিবাহ বন্ধ, শ্রমজীবী শিশুদের নায্য মজুরী, শ্রমজীবী শিশুদের নায্য শ্রম ঘন্টা, শিশুদের কর্মএলাকার পরিবেশ উন্নয়ন, শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া শিশুর অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তৃনমূল পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সাতক্ষীরা জেলায় শিশু পাচার রোধে এবং শিশু অধিকার সুরক্ষায় দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পণা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষত্রে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়েও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও স্বদেশ সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী এলাকায় শিশু পাচার রোধে বিভিন্ন ঘাট কমিটি গঠন, শিশু ফোরাম তৈরি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিভাবক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জারীগান, মানববন্ধন ও র‍্যালী সহ নানা কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রমজীবী শিশুদের লেখাপড়া ও বিনোদনের জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক শিশু বান্ধব স্কুল তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শ্রমজীবী শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি নানা ধরনের প্রশিক্ষন দেওয়া হয় এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ফলে এ কর্মসূচী শিশুদের বিশেষ করে শ্রমজীবী শিশুদের অধিকার রক্ষায় বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে, তাদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৯ সালে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

ক্র:	নাম	সংখ্যা
০১	শিশু ফোরামের সাথে মতবিনিময় সভা	২৫টি
০২	ভিলেজ ফোরামের সাথে মতবিনিময় সভা	৪২টি
০৩	মানববন্ধন ও র‍্যালী	০১টি
০৪	গণসমাবেশ	০১টি
০৫	ইউপি নারী ও শিশু নির্যাতন কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা	২৪টি
০৬	অভিভাবক সমাবেশ	৪টি
০৭	স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা	১১টি
০৮	উপজেলা মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা	১টি

মানবাধিকার সংরক্ষণ

সুবিধাবঞ্চিত অসহায় দরিদ্র নারী-পুরুষ ও শিশুদের উপর যে কোন ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধই হলো এই কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের গোড়ার দিকে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শিশুর জন্মনিবন্ধন, বাল্যবিবাহ রোধ, বিবাহ নিবন্ধন বৃদ্ধি, নারী ও শিশুদের উপর যে কোন ধরনের নিপীড়ন নির্যাতন রোধ যেমন: নারী ও শিশু ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস, শিশুশ্রম, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ ইত্যাদি। এছাড়া সাধারণ মানুষের অধিকার সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক দিবস পালন যেমন: মানবাধিকার দিবস, নারী দিবস, কন্যাশিশু দিবস, গ্রামীণ নারী দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ইত্যাদি পালনসহ সমাবেশ, র‍্যালী, ঘটনার তথ্যানুসন্ধান ও আলোচনা সভা করা হয়। অপর দিকে প্রকৃত মানবাধিকার লঙ্ঘিত অসহায় দরিদ্র ব্যাক্তি ও পরিবারকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঢাকার সহযোগিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের সহায়তা প্রদান করা হয়।

আইন সহায়তা প্রদান বিষয়ক বার্ষিক মতবিনিময় সভা।

➢ সালিশ ও আইনী সহায়তা দান

এই কার্যক্রমের আওতায় স্বদেশ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এসিড নিক্ষেপ, নারী ধর্ষণ কেস, নারী পাচার কেস, শিশু হ ত্যা মামলা, বাল্যবিবাহ, তালাক, যৌতুক, নারী নির্যাতন প্রভৃতি মামলায় সফলতা অর্জনে সক্ষম হ য়েছে। এছাড়া নিয়মিত সালিশি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জেলা ও জেলার বাইরে বিশেষ সুনাম অর্জন সক্ষম হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একদল প্যানেল আইনজীবী সবসময় কর্মরত। এ ছাড়া কর্মএলাকায় লিগ্যাল এইড গ্রুপ তৈরি, ইউনিয়নে লিগ্যাল এইড ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে আইন সহায়তা ও আইনী পরামর্শ প্রদান, প্রশিক্ষণ, আইনি সচেতনতা ও জন সচেতনতার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

গ্রাম পর্যায়ে গ্রপ সদস্যদের সাথে সভা।

স্বদেশ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)'র যৌথ উদ্যোগে সাতক্ষীরাতে আইন সহায়তা

কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাসওয়ারী রিপোর্ট ২০১৯

ক্র:	কর্মসূচির নাম	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রি	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
০১	মানবাধিকার লঙ্ঘন জনিত ঘটনার তথ্য সংগ্রহ	০২	০১	--	০১	--	০২	০১	০১	০২	০১	০১	-	১২
০২	প্যানেল আইনজীবী ফোরামের সাথে দ্বি-মাসিক সভা	০১	--	০১	--	০১	--	--	০১	--	০১	--	০১	০৬
০৩	ক্লায়েন্ট রেজিস্ট্রেশন	০৮	০৫	৩৩	০৬	০৭	০৯	০৮	০৬	০৯	০৮	১২	০৪	১১৫
০৪	সালিশে অংশগ্রহণ এবং পরিচালনায় সহযোগিতা করা	০৪	--	০৩	০১	--	০৪	০৩	--	০৩	০২	০৩	--	২৩
০৫	প্যানেল আইনজীবী কর্তৃক মামলায় আইনী সহায়তা প্রদান	০১	--	০১	০১	০১	--	০১	০১	০৩	--	--	--	০৯
০৬	ক্লায়েন্ট ওয়ার্কসপ আয়োজন ও পরিচালনা	--	--	০১	০১	--	--	০১	০১	০১	--	০১	--	০৬
০৭	ষান্মাসিক রিভিউ সভা	--	--	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	০১
০৮	জেন্ডার বৈষম্য ও মানব পাচার বিষয়ে পুলিশ প্রশিক্ষণ পরিচালনা	--	--	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	০১
০৯	৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও আলোচনা	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১
১০	টাঙ্গাইলে স্কুলছাত্রী গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও আলোচনা	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১
১১	লিগ্যাল ক্যাম্প	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১
১২	স্কুল/কলেজ ক্যাম্পেইন	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১
১৩	গ্রুপ সদস্যদের সঙ্গে মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক কর্মশালা	০৪	০৪	--	০৪	০২	০৫	০৪	০৬	০১	০৪	০৩	০৩	৪০
১৪	ওয়াকিং মিটিং	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১
১৫	ঢাকায় ইডেন কলেজের ছাত্রীর উপর এসিড নিক্ষেপ ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও আলোচনা	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১
১৬	উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায় নিম্ন আদালতের বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে বার সমিতির সাথে আলোচনা	--	--	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	০১
১৭	আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে মানব বন্ধন, র‍্যালী ও আলোচনা	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১
১৮	২৮ এপ্রিল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে র‍্যালী, রক্তদান কর্মসূচি ও আলোচনা	--	--	--	০১	--	--	--	--	--	--	--	--	০১
১৯	১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন, র‍্যালী ও আলোচনা সভা।	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০১	০১

তামাক ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

স্বদেশ'র কর্মএলাকা সাতক্ষীরা জেলার তিনটি উপজেলায় উন্নয়ন গ্রুপগুলোর সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফল এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাব বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা সভা, প্রচারাভিযান, স্মারকলিপি প্রদান, পোস্টার, লিফলেট ও ষ্টিকার বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। যার ফলে এবিষয়ে জেলার মানুষের মধ্যে তামাক ও মাদক দ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অবগত করা সম্ভব হয়েছে এবং সাথে সাথে এবিষয়ে জনমনে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবেলা ও ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম

যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি উদ্ধার কাজ, ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাই এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। সাতক্ষীরা অঞ্চলে যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বদেশ নিজস্ব উদ্যোগে ব্যাপক উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ ও স্বাস্থ্য সেবা দান অব্যাহত রাখে। দুর্যোগকালীন সময়ে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার জন্য স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করে। সংস্থার একটি প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী দল এ কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এছাড়া এ কর্মসূচির আওতায় নিজস্ব উপকারভোগী দলগুলোকে ক্রমান্বয়ে দূর্যোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বিগত ২০১১ সালে প্রাকৃতিক বন্যা ও জলাবদ্ধতায় বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রাণালয় ও ইউনিসেফের সহায়তায় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার দুটি ইউনিয়ন বল্লী ও ঝাউডাঙ্গাতে ব্যাপক সহায়তা করে।

বসতবাড়িতে সবজি চাষ ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

এই কর্মসূচির আওতায় ঝুকিপূর্ণ দরিদ্র মানুষ ও উন্নয়ন গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের মূলা ও শাক-সবজির বীজ বিতরণ এবং বিভিন্ন জাতের ফলজ ও বনজ উদ্ভিদের চারা বিতরণ করা হয়। পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

সচেতনতামূলক কার্যক্রম

স্বদেশ বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জারিদলের মাধ্যমে গ্রামবাংলার হাটেবাজারে জারিগানের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ, এইডস্ বিষয়ে জনসচেতনতা, বিশুদ্ধ পানি পান, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, শিশুশিক্ষা, শিশু সুরক্ষা, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ, এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং ব্যপকভাবে সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক দিবস পালন২০১৯ সালে যে সমস্ত দিবস পালন করা হয়েছে:

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস;
- স্বাধীনতা দিবস;
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস;
- কন্যাশিশু দিবস;
- প্রতিবন্ধী দিবস;
- বিজয় দিবস;
- লিগ্যাল এইড দিবস;
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস;
- মে দিবস;
- গ্রামীণ নারী দিবস;
- আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস;
- সুন্দরবন দিবস;
- আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস;
- বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস;
- বেগম রোকেয়া দিবস;
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস;

সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বিগত বছরে পরিচালিত সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:

- প্রতিবন্ধী দিবস;
- স্বাধীনতা দিবস;
- বিশ্ব এইড্স দিবস;

- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
- সুন্দরবন দিবস;
- নারী শিশু পাচার প্রতিরোধ দিবস;
- সমাজসেবা দিবস;
- আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস;
- মাদক নিয়ন্ত্রণ দিবস;
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস;
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

স্বদেশ'র প্রশিক্ষণ বিভাগটি নিয়মিত বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগের সংগঠনের দক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকবৃন্দ বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। স্বদেশ পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- জেন্ডার ও উন্নয়ন;
- এইচআইভি/এইডস;
- নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে দক্ষতা বৃদ্ধি;
- দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা;
- গবাদিপশু ও হাস-মুরগি পালন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- পুঁজিবাদী বিশ্বায়নে রাজনৈতিক অর্থনীতি;
- অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ ও সমন্বিতকরণ;
- রিফ্লেক্ট;
- কাউন্সিলিং;
- শিশু অধিকার ও সুরক্ষা;
- শিশু উন্নয়ন;
- শিশুদের জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ;
- লিগ্যাল এইড;
- স্থায়িত্বশীল কৃষি;
- স্থানীয় লোকায়ত জ্ঞান সংরক্ষণ।
- আইন ও বিচার বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন।

জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্মসূচি

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। আর এ বৈষম্যের কারনেই উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। উন্নয়নকে তরান্বিত করতে হলে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র থেকে নারী ও পুরচষের মধ্যে বিদ্যমান এ বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সংস্থার অভ্যন্তরে কর্মীদের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ক চর্চাকে অব্যাহত রাখার জন্য তাদের প্রশিক্ষিত করানো হয়েছে। যাতে পরবর্তী সময়ে তারা নিজেদের পরিবারে এবং কর্মক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন করতে পারে। এই প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে সংস্থার গ্রুপ সদস্যদেরকে এবং সুশীল সমাজের মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য দুরীকরণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার সাতক্ষীরা পৌরসভা ও আগরদাড়ি ইউনিয়নকে পাইলট এলাকা হিসেবে জন্মনিবন্ধন, বাল্যবিবাহ রোধ, বিবাহ নিবন্ধন বৃদ্ধি, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধের লক্ষে বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন: ওরিয়েন্টেশন, ওয়ার্কসপ, মতবিনিময় সভা, প্রশিক্ষণ, গণসমাবেশ, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি চালু রয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা করার জন্য সাতক্ষীরা পৌরসভায় নারী-পুরুষের সমন্বয়ে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সামাজিক উদ্যোক্তা দল গঠন করা হয়েছে। যার আহবায়ক হচ্ছেন প্রাণনাথ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক এ কে রফিক উজ্জামান (রবি)। আগরদাড়ি ইউনিয়নে ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি জেন্ডার চেঞ্জ এজেন্ট (জিসিএ) দল গঠন করা হয়েছে। আগরদাড়ি ইউনিয়নে সুধীজনদের মধ্যে ২৫ জন সামাজিক উদ্যোক্তা, ২০ জন নারী উদ্যোক্তা এবং ৩টি হাইস্কুলের ১০ জন শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে জিসিএ দল গঠন করা হয়েছে। জিসিএ দলের আহবায়কের ভূমিকা পালন করছেন আবাদেরহাট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বজলুর রহমান। সামাজিক উদ্যোক্তা ও জিসিএ দলকে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সমাবেশ এবং পাইলট এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার জন্য ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, স্কুল কলেজ ক্যাম্পেইন, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সেতুবন্ধন গড়ি নেটওয়ার্কের সদস্যদের (এসিড সারভাইভর) মাঝে কম্বল বিতরণ কার্যক্রম।

সাতক্ষীরা জেলার এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ প্রকল্প

সাতক্ষীরা জেলায় নারী নির্যাতনের হার বেশি। এসিড সন্ত্রাস নারী নির্যাতনের জঘন্যতম রূপ। সাতক্ষীরাা জেলায় এ নির্যাতন ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। ২০০৩ সালে সাতক্ষীরাতে সর্বোচ্চ ১৯ জন নারী পুরুষ এসিড আক্রান্ত হয়। এসিড সন্ত্রাসের এ বিস্তার উদ্বেগজনক। এমনই একটি অবস্থায় স্বদেশ দাতা সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ'র সহযোগিতায় ২০০৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে সাতক্ষীরা জেলার এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধে কাজ শুরু করে। কার্যক্রমের মধ্যে এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভা, উপজেলা পর্যায়ে সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশন গঠন, জেলা এসিড নিয়ন্ত্রণ কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা, উপজেলা সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশনের সাথে মতবিনিময় সভা, বিভিন্ন দিবস পালন, প্রশিক্ষন প্রদান, সাইকোসোস্যাল কেয়ার, তথ্যানুসন্ধান, মানববন্ধন, আইন সহায়তা, শিক্ষা বৃত্তি, স্কুল-কলেজ ক্যাম্পেইন, এসিড সারভাইভারদের আত্মবিশ্বাস গঠনমূলক কর্মশালা, আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ক সহায়তা, সাইকোসোস্যাল কেয়ার, ডাক্তার- নার্সদের সাথে মতবিনিময় সভা, জেলা হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের চিকিৎসকদের কর্মশালা, এসিড বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জারীগান, পোস্টার লিফলেট ক্যাম্পেইন পুনর্বাসন ইত্যাদি অন্যতম।

দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সারভাইভরগণ।

বিগত ২০১৮-১৯ সালে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হয়

ক্র:	কর্মসূচির নাম	সংখ্যা
০১	এসিড ব্যবহারকারিদের মতবিনিময় সভা	৭টি
০২	উপজেলা সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশনের সাথে মতবিনিময় সভা	৭টি
০৩	সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সদের সাথে মতবিনিময় সভা	১টি
০৪	জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	১টি
০৫	সেতুবন্ধন গড়ি নেটওয়ার্কের কার্যকারি কমিটির মতবিনিময় সভা	৬টি
০৬	দিবস পালন	৫টি
০৭	আত্মকর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (১০জন)	২টি
০৮	সাইকোসোস্যাল কেয়ার	চলমান
০৯	তথ্যানুসন্ধান	চলমান

১০	আইন সহায়তা	২টি
১১	শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	১টি
১২	মানববন্ধন	২টি

সেতু বন্ধন গড়ি নেটওয়ার্ক এর কার্যক্রম

সাতক্ষীরা জেলায় মোট ১৫৮ জন এসিড সারভাইভার। এসিড সারভাইভারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং স্বদেশ ও দাতা সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ'র সহযোগিতায় সাতক্ষীরাতে সেতু বন্ধনগড়ি নেটওযার্ক তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭২ জন এসিড সারভাইভার সাতক্ষীরা সেতু বন্ধনগড়ি নেটওয়ার্কের সদস্য হয়েছে। এ নেটওযার্ক ২০০৭ সালের আগস্ট মাস থেকে কার্যক্রম শুরু করে। কার্যক্রমের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ি নেটওযার্ক মিটিং, মানববন্ধন, সাংবাদিক সম্মেলন, র‍্যালি, বিভিন্ন দিবস পালন, জেলা এসিড নিয়ন্ত্রণ কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা, লিগ্যাল এইড কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা, সাইকোসোস্যাল কেয়ার, আত্মকর্মসস্থানমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি অন্যতম।

পোল্ট্রি খামার পরিচালণা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২০১৮-১৯ সেতুবন্ধন গড়ি নেটওয়ার্ক যেসব কাজ সম্পাদন করেছে

- বর্তমানে নেটওয়ার্কের মোট সঞ্চয় সংগ্রহ সাত হাজার (৮৫০০) টাকা;
- বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা;
- সঞ্চয়ী সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়;
- সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা;
- এসিড আক্রান্তদের তথ্যানুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ;
- নেটওয়ার্কের মাসিক মিটিং;
- ঢাকায় ইডেন কলেজের ছাত্রীর উপর এসিড নিক্ষেপ ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও আলোচনা;
- অগ্নিদগ্ধ তপতী রানীর চিকিৎসা সহায়তা ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন;
- সেতুবন্ধন গড়ি নেটওয়ার্কের বাষিক সাধারন সভা;

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র

নেটওয়ার্ক ভিত্তিক এই কর্মসূচির আওতায় স্বদেশ সাতক্ষীরা জেলাতে ২০০০ সাল হতে কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূলের অধিকার বঞ্চিত দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের কণ্ঠস্বরকে দাবি ও অধিকার আদায়ে সক্রিয় করা ও তৃণমূলের দাবিকে লবি এডভোকেসির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত করে পলিসিতে তার প্রতিফলন ঘটানো, অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাতের বেসরকারিকরন বন্ধ করা, স্বাধীন বিচার বিভাগ ও মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা, জন অংশগ্রহণমূলক জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, স্থানীয় ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন, মানবাধিকার সুরক্ষা, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ওয়ান স্টপ সরকারি সেবা নিশ্চিত করা, বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডার ও নেটওযার্ক সদস্য সংগঠনের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার ও প্রকাশনা বিতরন, জনসচেতনতা সৃষ্টিতে

জারিগান ও পথনাটক এবং প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ ছাড়া গ্রামীণ নারীর অধিকার বাস্তবায়ন, শিক্ষা অধিকার, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারীর অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন দিবস পালনসহ জেলার সুধীজন, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, উন্নয়নকর্মী, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মীদের সাথে নিয়ে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রান্তিক মানুষের সংহতি

নেটওয়ার্ক ভিত্তিক কার্যক্রমটি দাতা সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় স্বদেশ সাতক্ষীরা জেলার ৪াট ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। মূলত: দরিদ্র ও হত দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহীত সরকারি সেফ্‌টিনেট প্রকল্পের আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে স্থানীয় জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের সেবাসমূহহ নিশ্চিত করতে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জন মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এরই প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক, এসএমসিসহ বিভিন্ন ষ্টান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে মিটিং, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতার কাজ করে থাকে। যাতে করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে পরিচালিত বৃদ্ধ ভাতা, বয়স্ক ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা, জন্ম নিবন্ধন ইত্যাদিসহ দরিদ্র ভূমিহীন মানুষের খাসজমির উপর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়।

“আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করতে” ক্যাম্পেইন

দাতা সংস্থা অক্সফ্যাম'র সহযোগিতায় এবং ‘আমরাই পারি’ পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোটের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবত সাতক্ষীরা জেলায় পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করতে চেঞ্জমেকার তৈরিসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সাথে মতবিনিময়, জেলা পর্যায়ে কর্মশালা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন, স্কুল ক্যাম্পেইন, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, বিলবোর্ড স্থাপন, জেলা জোট মিটিং, পারিবারিক মেলার আয়োজন, লিফলেট, স্টিকার বিতরন, পথসভা, জারিগান, নাটক ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী, বিভিন্ন প্রকাশনা বিতরণ, চেঞ্জমেকার রেজিস্ট্রেশন ও ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। সমাজের প্রচলিত জেন্ডার বৈষম্য দূর করা, নারীর অধিকার নিশ্চিতসহ সকল প্রকার পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করতে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে এ সকল কর্মসূচি জেলাতে পালন করা হয়ে থাকে। প্রায় ৫৫০০জন চেঞ্জমেকার ও স্টুডেন্ট ফোরামের সদস্য নিজেরা পরিবর্তীত হয়ে এবং অন্যদেরকে সমাজে প্রচলিত বৈষম্যমুলক ধারণার ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

ধন্যবাদ